গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি /নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ঃ ০৯/০২/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ
১.	চুক্তির পর পার্বত্য এলাকায় মানুষের পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ১৫ টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, আর মাত্র ৯ টি এখনো বাস্তবায়নাধীন।	পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ৩৩টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর হওয়ার কথা। এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৯টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪ সালেই ৬টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে,বাজেট দেয়া হয়নি। যথাশীঘ্রসম্ভব বাকী বিষয়গুলোর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(পরিষদ-২)/সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ-১)/ সহকারী সচিব (সমন্বয়-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.	যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী আমাদের দেশের নাগরিক সেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো তাদের ভূমির উপর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধন করা হচ্ছে। গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন।	'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' এর বিষয়ে গত ২৭/০১/২০১৫ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলায় ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা; জনাব জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদ সদস্যগণ; সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ; তিন চিফ সার্কেল; তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক প্রমুখদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সহকারী সচিব (সমন্বয়-১),পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.	তিন জেলায় প্রি- প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ করতে হবে, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন এবং আবাসিক স্কুল নির্মাণ, কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরি করা যাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্কুলে আসা যাওয়ার উপযোগী কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner)দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া,তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। যাচিত তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দর বান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৪.	সমতল এলাকার মত তিন জেলায়ও কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার তা নিরূপণ করতে হবে।	এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-১-২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব(সমন্বয় -২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫.	পপি, তামাক চাষের দিকে গুরত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষ সহ অন্যান্য অর্থকরী শষ্য চাষের বিষয়ে চাষীদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা করে রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল চাষ, স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে করে ঐ অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে।	তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫-০১-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে ইক্ষু ও তুলা চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা যথাদ্রুত সম্ভব প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা শাখা) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দর বান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে আইন পাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে পাহাড়ের আকৃতি ঠিক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করতে হবে যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এছাড়া মোবাইল নেটওয়ার্কসহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নতকরণের যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হবে। মেডিকেল কলেজের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি ।এ বিষয়ে গত ০৮-০২-২০১৫ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৭-০২-২০১৫ তারিখে পুনরায় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর জায়গা প্রাথমিকভাবে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কয়েকটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এবং পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয় -২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭.	ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সেদিকেও নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন।	পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। কতটি প্রাইমারী স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং কতটি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি সার্বিক তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। যাচিত তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তাগিদপত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৮.	তিনি ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের উপর তাগিদ দেন। যেখানে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানসহ তিন জেলার যারা আসবেন তাদের কাজের পাশাপাশি ডরমিটরীতে থাকার ব্যবস্থাসহ সব ব্যবস্থা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প গ্রহণের আর্থিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে এতে করে ঐ এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	ক) ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে হস্তান্তরিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স"-এর ১.৯৬ একর জমি নিয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ১২/০১/২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য পুনরায় মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধপত্র প্রদান করা হয়েছে।"পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স"-এর ১.৯৬ একর জমির উপর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের জন্য প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তরকে অনুরোধপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রধান স্থপতি ,স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপত্য নকশা প্রণয়ণের পর অর্থ বিভাগে বাজেট চাওয়ার নিমিত্ত একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) স্থানীয় পর্যটন বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত একটি বিষয়। নেপালভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ICIMOD (International Center For Integrated Mountain Development)-এর অর্থায়নে বান্দরবান জেলার রুমায় পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে 'হিমালিকা' নামক একটি পাইলট প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ১ লা জানুয়ারী, ২০১৫ হতে শুরু হয়েছে। এছাড়া , পার্বত্য এলাকায় পরিবেশ ও প্রতিবেশ সচেতনতামূলক একটি লিফলেট প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি জানতে চেয়ে তাগিদপত্র প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	ক) উপসচিব (প্রশাসন)/ সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা শাখা)/সহকারী সচিব (আইন),পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯.	পণ্য পরিবহনের জন্য দ্রুতযান যা পানিতে চলাচল করবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি এখানে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে, খরচও কম হবে। পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Way- তে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করলে পণ্য পরিবহনে সুবিধা হবে।	পণ্য পরিবহনের জন্য কাপ্তাই লেকে High Speed Water Vessel/Water Bus এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না এ বিষয়ে তিন জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রদান করে মতামত চাওয়া হয়েছে। তিন জেলা পরিষদের নিকট যাচিত মতামত চেয়ে তাগিদপত্র প্রেরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১০.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	মহিলাদের আত্ম -কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে গাভী পালন প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২০/০১/২০১৫ তারিখে পত্র এ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাঁশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা) ,পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১১.	পাহাড়ে কাজু বাদাম ও কফি চাষ করা, প্যাশন ফ্রুট, কমলালেবু ছাড়াও অন্যান্য লেবুর চাষ করার ব্যবস্থা করতে হবে।	কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১২.	চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত।	ক্রমবর্ধমান চা-এর চাহিদার কারণে ক্ষুদ্র আকারে চা বাগান প্রকল্প গ্রহণের জন্য খাস জমি অনুসন্ধান এবং তথায় চা বাগান করার সাম্ভব্যতা সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১৩.	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের (ব্লক সুপারভাইজার) ইউনিয়ন হতে প্রত্যাহার করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় যে নীতিমালা করেছে সেখানে পার্বত্য জেলার উপজেলাসমূহ থেকে প্রত্যাহার না করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	পার্বত্য এলাকায় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের বিভাজনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে পূর্বের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার ব্লক পুর্নবহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে । কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতামত কামনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
১৪.	সামাজিক বনায়ন করতে হবে।	তিন পার্বত্য জেলার প্রত্যেক মৌজায় সামাজিক বনায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান বন সংরক্ষককে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পার্বত্য জেলায় মৌজা বন তথা Village Common Forest (VCF) কতটি রয়েছে এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) /উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিবিধঃ বিগত ০২,০৩ ডিসেম্বর ,২০১৪ খ্রীঃ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, (প্রশাসন)-এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য অনুসরণীয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় এ সকল সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ
১৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ফোকাল পয়েন্ট, প্রতিকল্প ফোকালপয়েন্টসহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যদি থাকে) সভায় উপস্থিত থাকবেন।	নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্টের বদলীজনিত কারণে নতুন ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন প্রদান করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্টগণ আগামীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার নির্ধারিত তারিখে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব(সমন্বয়-১,২)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৬.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ স্ব-স্ব অংশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করবে এবং প্রতি মাসে এ সংক্রান্ত একটি সভা করে এর কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ০৬-০১-২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৭.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকৃত বাস্তব অবস্থার আলোকে প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনলাইন মনিটরিং ড্যাশ বোর্ড আপডেট করবে এবং আপডেটিং এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টের উপর অর্পিত হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা অনলাইন মনিটরিং ড্যাশ বোর্ড-এ আপডেট করার জন্য উপসচিব (সমন্বয়-২)কে মনোনয়ন প্রদান করে অনলাইন মনিটরিং ড্যাশ বোর্ড আপডেটিং এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টের উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উপসচিব (পরিষদ-২)কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয়-১,২)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)/ / জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ আইসিটি স্পেশালিস্ট এ এ মং

১৮.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ফোকাল পয়েন্টগণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণের পূর্বেও যদি এ বিষয়ে কারো কারিগরি পরামর্শ প্রয়োজন হয় তাকে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য জনাব আলমগীর কবির, সহকারী প্রোগ্রামার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,ঢাকা এর মোবাইল ০১৯১৩২৫৯৩৮৭, ই-মেইল aprog@pmo.gov.bd) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	ফোকাল পয়েন্ট-এর বদলীজণিত কারণে নতুন ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্টগণের মনোনয়ন প্রদানের পর তাঁদেরকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব (প্রশাসন)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৯.	অনলাইন আপডেটিং অবশ্যই ইউনিকোডে বাংলায়(নিকশ ফন্টে) করতে হবে। প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের হার্ডকপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক আবশ্যিকভাবে অনলাইনে আপডেট করতে হবে। অনলাইন তথ্য এবং প্রেরিত হার্ডকপির সাথে কোন গড়মিল থাকলে হার্ড কপি গ্রহণ করা হবে না এবং ধরে নেয়া হবে যে মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	অনলাইন আপডেটিং এবং দাপ্তরিক সকল কাজ ইউনিকোডে বাংলায়(নিকশ ফন্টে) টাইপ করার সুবিধার্থে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দাপ্তরিক সকল কাজ ইউনিকোডে বাংলায় টাইপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি।
২০.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ একজন করে ফোকাল পয়েন্ট (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়) এবং একজন প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট (উপ-সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদার) নির্বাচন করতঃ তাদের নাম, পদবী, সেল নম্বর, টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আগামী ১০.১২.১৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ফোকাল পয়েন্ট পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচন করতে হবে এবং এর তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানতে হবে।	ফোকাল পয়েন্ট বদলী/পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নতুন ফোকাল পয়েন্ট এবং প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন করতে হবে এবং ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়নের তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	উপসচিব (প্রশাসন)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২১.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নির্বাচিত ফোকাল পয়েন্ট/ প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট লগ-ইন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে। যাদের ইতোমধ্যে আইডি, পাসওয়ার্ড রয়েছে তাদের পুরনো আইডি/পাসওয়ার্ডই ব্যবহার করতে পারবে। তবে যদি কেউ পরিবর্তন করতে চান তাদেরকে এ কার্যালয় থেকে নতুন আইডি/পাসওয়ার্ড প্রদান করা হবে।	এ মন্ত্রণালয়ের পূর্বতন ফোকাল পয়েন্ট/ প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্ট লগ-ইন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে একটি আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল। ফোকাল পয়েন্ট-এর বদলীজণিত কারণে নতুন ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিকল্প ফোকাল পয়েন্টগণ মনোনয়ন প্রদানের পর পুরনো আইডি/পাসওয়ার্ডই তারা ব্যবহার করতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনবোধে নতুন আইডি/পাসওয়ার্ড গ্রহণ করবেন।	উপসচিব(সমন্বয়-১,২)/সিনিয়র সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)/ / জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ আইসিটি স্পেশালিস্ট এ এ মং

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-১৭-০২-১৫
নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪-২৫৫ তারিখঃ ১৭/০২/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি / প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের **বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিনা ব্যর্থতায়** প্রতি মাসের ০৫ **(পাঁচ)তারিখের মধ্যে** এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা**(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)**।
৫। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**।
৭। যুগ্মসচিব মহোদয়গণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা(সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

১৭/২/১৫
(লিপিকা ভদ্র)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৪০১৩৫
ই-মেইল :lipika1967@gmail.com